মাহে রমজান

তাকওয়ার পিরামিড

ওয়ামী বুক সিরিজ ১০

World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Bangladesh Office

মাহে রমজান
তাকওয়ার পিরামিড

Mahe Ramazan
Taqwar Piramid

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০০৫ ইং

৪র্থ প্রকাশ
আগস্ট ২০০৮ ইং

1st Edition
September, 2005

4th Edition
August, 2008

প্রকাশক
দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস
বাড়ী- ১৭, রোড- ০৫, সেক্টর- ০৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা

Published by:
Da'wah & Education Deparment
World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Bangladesh Office
House # 17, Road # 05, Sector # 07,
Uttara Model Town, Dhaka
Phone: 8919123, Fax: 8919124

www.pathagar.com

মাহে রমজান আল্লাহর নিয়ামত

রোজার পরিচয়

রোজা ইসলামের ৫টি মৌলিক ভিত্তির ১টি অন্যতম ভিত্তি। রোজা ফারসি শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ অর্থাৎ কুরআনের ভাষা 'আসসাওম', অর্থ হচ্ছে আত্মসংযম, কঠোর সাধনা, অবিরাম চেষ্টা ও বিরত থাকা ইত্যাদি। এর প্রতিশব্দ 'আল ইমসাক'। ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে Fasting,

আর ব্যাপক অর্থে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সওমের নিয়্যতে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার ও যৌন মিলন থেকে বিরত থাকার নাম সওম বা রোজা।

মাহে রমজান আরবি চন্দ্র বছরের নবম মাস। রমজান শব্দটি আরবি 'রমজ' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ দহন করা, জ্বালিয়ে দেয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের সঞ্চিত পাপ পঙ্কিলতা জ্বালিয়ে দেয়া, নিঃশেষ করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য।

রোজা ফরজ হয় রাসূল (স.) নবুওয়াতের ১৫তম বর্ষ ২য় হিজরীতে। সুরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ঈমানদারদেরকে ডেকে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে। যেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" বাকারা: ১৮৩

আমাদের উপরই কেবল সিয়াম ফরজ করা হয়নি বরং পূর্ববর্তী সব নবী রাসূল ও তাদের অনুসারীদের উপরও সিয়াম ফরজ ছিল। উক্ত আয়াতে ২টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১। পূর্ববর্তী সব নবী রাসূলের উপর সিয়ামের বিধান ছিল।

২। সিয়াম ফরজ করার মূল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন।

পূর্ববর্তীদের উপর সিয়াম বা রোজা ফরজের ইতিহাস

হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোজা রাখার বিধান ছিল। একে বলা হতো 'আইয়্যামে বিজ'।

ইহুদিরা প্রতি সপ্তাহে শনিবার এবং বছরে মহররমের ১০ম তারিখে রোজা রাখতো। এবং মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে অবস্থানের স্মৃতির স্মরণে ৪০ দিন রোজা পালনের নির্দেশ ছিল। খ্রিষ্টানদের ৫০ দিন রোজা রাখার রেওয়াজ ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা একাদশী উপবাস পালন করে থাকে।

সিয়াম বা রোজা সম্পর্কে রাসূলের (স.) নির্দেশনা

১। রোজার প্রতিদান:

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ

www.pathagar.com

فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَانْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَاِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ — متفق عليه.

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য, কেবল রোজা ছাড়া। কারণ তা আমার জন্য এবং আমি তার প্রতিদান দেব। আর রোজা ঢালস্বরূপ। কাজেই তোমাদের কেউ যখন রোজা রাখে, সে যেন অশ্লীল কাজ না করে, শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তার বলা উচিত, আমি রোজাদার। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তার কসম! রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়েও সুগন্ধযুক্ত। রোজাদারের দুটি আনন্দ, যা সে লাভ করবে, একটি হচ্ছে সে ইফতারির সময় খুশি হয়। আর দ্বিতীয়টি লাভ করবে যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে তার রোজার কারণে আনন্দিত হবে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২। উত্তম আমলের সীমাহীন পুরস্কার

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَفِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَه مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِه وَعِتْقَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَه مِثْلُ اَجْرِه مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْتَقَصَ مِنْ اَجْرِه شَيْءٌ— وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِه فِيْهِ غَفَرَ اللهُ لَه وَاَعْتَقَه مِنَ النَارِ.

"এটি সবর, ধৈর্য ও তিতীক্ষার মাস। আর সবরের প্রতিফল জান্নাত। এ মাস হচ্ছে পরস্পর সহৃদয়তা ও সৌজন্য প্রদর্শনের মাস। এ মাসে মুমিনের রিযিক প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে, তার ফলস্বরূপ তার গুনাহ মাফ করে দেয়া ও জাহান্নাম হতে তাকে নিষ্কৃতি দান করা হবে। আর তাকে প্রকৃত রোজাদারের সমান সওয়াব দেয়া হবে; কিন্তু সেজন্য প্রকৃত রোজাদারের সওয়াব কিছুমাত্র কম করা হবে না। আর যে লোক এ মাসে নিজের অধীন লোকদের শ্রম-মেহনত হাল্কা বা হ্রাস করে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা দান করবেন এবং তাকে দোযখ হতে নিষ্কৃতি ও মুক্তিদান করবেন।" (বায়হাকী)

৩। গুনাহ মাফের ঘোষণা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَاَخَّرَ.

www.pathagar.com

অর্থ্যাৎ হয়রত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যে লোক রমজান মাসের সওম পালন করবে ঈমান ও সওয়াবের আশায়, তার আগের ও পরের সব গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী)

৪। রোজাদারের করণীয়

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَانِ امْرِءٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِيْ نَفْسِى بِيَدِه لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَه وَشَرَابَه وَشَهْوَتَه مِنْ أَجْلِى الصِّيَامُ لِيْ وَاَنَا أَجْزِي به وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

অর্থাৎ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "(গুনাহ হতে আত্মরক্ষার জন্য) রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং রোযাদার অশ্লীল কথা বলবে না বা জাহিলী আচরণ করবে না। কোন লোক তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হলে অথবা গালমন্দ করলে সে তাকে বলবে, আমি রোযা রেখেছি।" কথাটি দু'বার বলবে। যার মুষ্ঠিতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও উৎকৃষ্ট। কেননা (রোযাদার)আমার উদ্দেশ্যেই খাবার, পানীয় ও কামস্পৃহা পরিত্যাগ করে থাকে। তাই রোযা আমার উদ্দেশ্যেই। সুতরাং আমি বিশেষভাবে রোযার পুস্কার দান করব। আর নেক কাজের পুরস্কার দশগুণ পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে।

৫। নিষ্ফল রোজা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَه مِنْ صِيَامِه اِلاَّ الظَّمَأُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِه اِلاَّ السَّهْرُ.

অর্থাৎ হয়রত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, 'কতক এমন রোজাদার আছে, যাদের রোজা দ্বারা শুধু পিপাসাই লাভ হয়। আর কতক এমন নামাজি আছে, যাদের রাত জেগে নামাজ পড়া দ্বারা শুধু রাত জাগরণই হয়।' (ইবনে মাজা)

৬। রোজায় জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: রমযান মাস আসলে জান্নাতের দরজাসমুহ উম্মুক্ত করে দেয়া হয়। দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তান গুলোকে শিকলে বন্দী করা হয়। (মুসলিম শরীফ, ৪র্থ খন্ড- ২৩৬৩)

www.pathagar.com

কয়েকটি মৌলিক হাদীস

৭। ঈমান ও ইসলামের পরিচয়

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَاَتَاه رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَلاِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِه وَبِلِقَائِه وَرُسُلِه وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ . قَالَ مَا الاِسْلاَمُ قَالَ اَلاِسْلاَمُ اَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَتُشْرِكَ بِه وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمْضَانَ قَالَ مَاالاِحْسَانَ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُن تَرَاه فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَاُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اذَا وُلِدَتْ الاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاذَا تَطَاوَلَ رَعَاةُ الاِبْلِ الْبَهْم فِيْ الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لاَيَعْلَمُهُنَّ الاَّ اللهُ ثُمَّ تَلا النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الآية ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ

অর্থাৎ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন নবী (স.) লোকদের সামনে বসেছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "ঈমান কি ?" তিনি বললেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, (পরকাল) তাঁর সাথে সাক্ষাত ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। মরণের পর আবার জীবিত হতে হবে, তাও বিশ্বাস করবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, "ইসলাম কি ?" তিনি বললেন, ইসলাম এইযে, তুমি আল্লাহর "ইবাদত করতে থাকবে এবং তাঁর সাথে (কাউকে) শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, নির্ধারিত ফরয যাকাত দেবে এবং রমযানে রোযা রাখবে। সে জিজ্ঞেস করল, "ইহ্সান কি ?" তিনি বললেন, (ইহসান এই যে) তুমি (এমনভাবে আল্লাহর) ইবাদত করবে যেন তাঁকে দেখছ; যদি তাকে না দেখ, তিনি তোমাকে দেখছেন (বলে অনুভব করবে)। সে জিজ্ঞেস করল, "কিয়ামত কখন হবে ?" তিনি বললেন, এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্ন কারীর চেয়ে বেশী জানেন না। তবে আমি তোমাকে তার (কিয়ামতের) লক্ষণগুলো বলে দিচ্ছি, যখন বাঁদী তার মনিবকে প্রসব করবে এবং কাল উটের রাখালরা যখন দালান কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে। যে পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রাখেন, কিয়ামতের জ্ঞান তারই অন্তর্ভূক্ত। এরপর নবী (স.) এই আয়াত পড়লেন ঃ "নিশ্চয় কিয়ামতের দিনক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহরই নিকট রয়েছে.....।" আত:পর লোকটি চলে গেল। তিনি বললেন : লোকটিকে ফিরিয়ে আন। কিন্তু কেউ তার সন্ধান পেল না। নবী (স.) বললেন: ইনি জিব্রাইল, তোমাদেরকে ইসলাম শিখাতে এসেছিলেন।

৮। মুনাফিকের পরিচয়

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَاِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন ঃ মুনাফিকের আলামত তিন টি। (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে ভংগ করে (৩) আর তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে।

www.pathagar.com

৯। পবিত্রতার (অজুর) নিয়ম সংক্রান্ত

عَنْ عُثْمَانَ بن عفان أنّه دَعَا بانَاء عَلى يَدَيْه ثَلاث مَرَّات فَغَسَلهُمَا ثُمَّ أدْخَلَ يَمِيْنَه في الأنَاء فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّات وَيَدَيْه ثَلاثًا الَي المِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ بِرأسه ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه ثَلاثَ مَرَّات الَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وَضُوْئي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لايُحَدِّثُ فيْهِمَا نَفْسَهُ غُفرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ منْ ذَنْبه. وَعَنْ حمْرَانَ فَلَمَّا تَوَضَّأ عُثْمَان قَالَ الا اُحَدِّثُكُمْ حَدَيْثًا لَوْلاَ أيَةٌ فِيْ كتَاب اللّٰه مَاحَدَّثْتُكُمُوْهُ. سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لاَيَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فِيْ حُسْنِ وَضُوْئه وَيُصَلِّى الصَلَوةَ إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ وَبَيْنَ الصَّلَوة حَتَّى يُصَلِّيْهَا. وَالأيَةُ إنْ الذَيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أنْزَلْنَا

ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি একটি পানির পাত্র আনিয়ে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। তারপর তিনি তার ডান হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তার পর তিনবার মুখমন্ডল এবং তিনবার দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। তার পর মাথা মসেহ করলেন। দু'পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত তিনবার ধুইয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন যে ব্যক্তি আমার ন্যায় এরূপ অযু করার পর একাগ্র চিত্তে দু'রাক'আত নামায পড়বে,কিন্তু মাঝখানে সে নাপাক হবে না। আল্লাহ পাক তার পূর্বকৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।

হেমরান থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে অযু শেষ করে উসমান বললেন : আমি কি তোমাদের একটি হাদীস শুনাব না ? যদি আল্লাহর কিতাব একটি আয়াত না থাকতো, তাহলে আমি তোমাদেরকে তা শুনাতাম না। আমি নবী (স.) কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার উক্ত নামাযের পুবেকার সকল গোনাহ মাফ করে দিবেন। উক্ত আয়াতটি হলো "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ সমূহ গোপন করে....।"

১০। নামাজ সংক্রান্ত

عَنْ عَبْد اللّٰه بن مَسْعُوْد رضى الله عنه قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُلْقىَ اللّٰه غَدًا مُسْلمًا فَلْيُحَافظْ عَلى هؤُلاَء الصَّلوات حَيْثُ يُنَادى بهنَّ فَانَّ اللّٰه شَرَعَ لنَبيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى وَانَّهنَّ منْ سُنَنُ الْهُدَى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْته لتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبيِّكُمْ وَلَوْتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا منْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمَدُ اَلَى مَسْجد منْ هَذه الْمَسَاجد الاَّ كَتَبَ اللّٰه لَهُ بكُلِّ خُطْوَة يَخْطُوْهَا حَسَنَةٌ وَيَرْفَعهُ بهَا دَرْجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بهَا سَيِّئَةٌ وَلَقَدْ رَأيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلا مُنَافقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤتِى به يُهَادي بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ حَتّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

www.pathagar.com

অর্থাৎ আব্দল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আগামী কাল কিয়ামতের দিন মুসলমান হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত পেতে আনন্দবোধ করে সে যেন ঐ সব নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করে যে সব নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা আল্লাহ তা'লা তোমাদের নবীর জন্য হেদায়তের পন্থা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এসব নামায ও হেদায়াতের পন্থাপদ্ধতি। যেমন এই ব্যক্তি নামাযের জামায়াতে হাযির না হয়ে বাড়ীতে নামায পড়ে থাকে, অনুরূপ তোমরাও যদি তোমাদের বাড়ীতে নামায পড়ো তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত বা পন্থা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করলে। আর তোমরা যদি এভাবে তোমাদের নবীর সুন্নাত বা পদ্ধতি পরিত্যাগ করো তাহলে অবশ্যই পথ হারিয়ে ফেলবে। কেউ যদি অতি উত্তম ভাবে পবিত্রতা অজর্ন করে (নামায পড়ার জন্য) কোন মসজিদে হাজির হয় তাহলে মসজিদের জন্য সে যত বার পদক্ষেপ করবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা'লা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে গুনাহ দূর করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমরা মনে করি যারা মুনাফিকি সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউ-ই জামায়াতে নামায পড়া ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসুলূল্লাহ (স.) এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামায়াতে হাজির হতো যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে এসে নামাযের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো।

সিয়াম বা রোজার কতিপয় মৌলিক বিধিবিধান

বিভিন্ন প্রকার সিয়াম বা রোজা

১। ফরজ রোজাঃ মাহে রমজানের রোজা।

২। ওয়াজিব রোজা : কাফফারার রোজা, মানতের রোজা।

৩। সুন্নাত রোজা : আশুরার রোজা (মহররম মাসের ৯, ১০ তারিখ), আরাফাত দিবস (যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ) ও আইয়ামে বীযের রোজা (চাঁদের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ)।

৪। নফল রোজা : ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত বাদে সব রোজাই নফল রোজা। যেমন- শাওয়াল মাসে যে কোন ৬টি রোজা রাখা, সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা, জিলহজ্জ মাসের ১ম ও ৮ম দিন রোজা রাখা।

৫। মাকরূহ রোজা : শুধুমাত্র শনিবার বা রবিবার রোজা রাখা, শুধুমাত্র আশুরার দিন রোজা রাখা, স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোজা এবং মাঝে কোন বিরতি না দিয়ে ক্রমাগত রোজা রাখা।

৬। হারাম রোজা : বছরে ৫ দিন রোজা রাখা হারাম। ঈদুল ফিতরের দিন রোজা রাখা, ঈদুল আযহার দিন রোজা রাখা ও ১১, ১২ ও ১৩ ই জিলহজ তারিখে রোজা রাখা।

সিয়াম বা রোজার ফরজ সমূহ

১। নিয়ত করা।

২। সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থাকা।

৩। যৌনবাসনা পূরণ থেকে বিরত থাকা।

www.pathagar.com

সিয়াম বা রোজা ফরজ হওয়ার শর্ত

১। মুসলিম হওয়া।
২। বালেগ হওয়া।
৩। অক্ষম না হওয়া।

সিয়াম বা রোজা ভঙ্গের কারণ এবং যে জন্য শুধু কাযা রোজা রাখতে হয়

১। কুলি করার সময় হঠাৎ গলার ভিতর পানি চলে গেলে।
২। বলপূর্বক গলার ভিতর কোন কিছু ঢেলে দিলে।
৩। নাকে অথবা কানে ঔষধ ঢেলে দিলে।
৪। ইচ্ছা করে মুখভর্তি বমি করলে।
৫। কাঁকর, মাটি, কাঠের টুকরা ইত্যাদি অখাদ্য খেলে।
৬। পায়খানার রাস্তায় পিচকারী দিলে।
৭। পেটে বা মস্তিষ্কে ঔষধ লাগানোর ফলে তার তেজ যদি উদর বা মস্তিষ্কে প্রবেশ করে।
৮। নিদ্রাবস্থায় পেটের ভিতর কিছু ঢুকলে।
৯। রাত আছে মনে করে অথবা সূর্য ডুবে গেছে মনে করে কিছু খেলে।
১০। মুখে বমি আসার পর পুনরায় তা গিলে ফেললে।
১১। দাঁত থেকে ছোলা পরিমাণ কিছু বের করে তা গিলে ফেললে।
১২। জবরদস্তিমূলক সঙ্গম করলে।

যেসব কারণে সিয়াম বা রোজা ভঙ্গ হয় না

১। চোখে সুরমা লাগালে।
২। শরীরে তেল মালিশ করলে।
৩। অনিচ্ছাকৃত বমি করলে।
৪। থুথু গিলে ফেললে।
৫। দাঁতে আটকে থাকা খাবার ছোলা পরিমাণ হতে কম হলে এবং তা গিলে ফেললে।
৬। মেসওয়াক করলে।
৭। কানের ভিতর পানি ঢুকলে।
৮। অনিচ্ছাকৃত ধুলাবালি, মশা মাছি বা ধুয়া গলার মধ্যে গেলে।
৯। স্বপ্নদোষ হলে।
১০। ভুলবশত পানাহার বা স্ত্রী সংগম করলে।

যেসব কারণে সিয়াম বা রোজার কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়

১। রোজা রেখে ইচ্ছা করে পানাহার করলে।
২। রোজা রেখে যৌনবাসনা পূরণ করলে।
৩। স্বেচ্ছায় দিনের বেলায় সংগম ছাড়া বিকল্প পন্থায় বীর্যপাত করলে।

সিয়াম বা রোজার কাফফারা

১। উপরোক্ত কারণে রোজা ভঙ্গ করলে একটি রোজার জন্য একাধারে ৬০টি রোজা রাখতে হবে।

www.pathagar.com

২। একাধারে রোজা রাখতে অক্ষম হলে ৬০ জন মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে।

৩। মিসকিনকে খাওয়াতে অক্ষম হলে ১জন গোলাম আযাদ বা মুক্ত করে দিতে হবে।

যে সব কারণে সিয়াম বা রোজা ভঙ্গ করা জায়েয

১। যদি কেউ এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে য়ে রোজা রাখলে তার জীবননাশের আশংকা হয় বা তার দূরারোগ্য অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।
২। সন্তান সম্ভবা এবং প্রসূতি মাতা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানের বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে।
৩। স্ত্রীলোকের ঋতস্রাব দেখা দিলে, সন্তান প্রসব হলে নিফাসের সময়।
৪। কোন বৃদ্ধ শক্তিহীন হলে।
৫। সফরকালে।

ইত্যাদি কারণে রমজান মাসে সিয়াম বা রোজা না রেখে অন্য সময় তা কাযা আদায় করতে হবে।

সাহারিতে রয়েছে বরকত

সাহারির পরিচয়

আরবী সাহারুন (سَحَر) শব্দের অর্থ রাতের শেষ ভাগ। উল্লেখ্য যে শব্দটি প্রচলিত সেহরী নয়। সেহরুন বা সেহরী শব্দের অর্থ জাদু। ধোকা ইত্যাদি। শব্দটির সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে সাহারি।

মুলত ঃ সিয়াম পালন তথা রোজা রাখার উদ্দেশে রাত্রের শেষভাগে অর্থাৎ ভোর রাত্রে যে পানাহার করা হয় তাকে সাহারি বলা হয়। সাহারি গ্রহণ করা সুন্নাত।

সাহারী এর নিয়ম :

১। রাত্রের শেষ অংশে অর্থাৎ ভোর বেলায় সামর্থ অনুযায়ী পানাহার করা এবং সোহবে সাদেকের আগে শেষ করা।
২। সাহারির উদ্দেশ্যে মধ্যরাত্রে না খাওয়া।
৩। সাহারী খাওয়া থেকে বিরত না থাকা।

সাহারির গুরুত্ব

১। সাহারি বরকতময়

عَنْ أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً (الصحيح لمسلم)

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, তোমরা সাহারি খাবে, নিশ্চয়ই সাহারির মধ্যে বরকত রয়েছে। (সহীহ মুসলিম ৪র্থ খন্ড- ২৪১৫)

www.pathagar.com

২। ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে পার্থক্য স্বরূপ

عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاص أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةَ السَّحْرِ (الصحيح لمسلم)

অর্থাৎ হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (স.) বলেছেন আমাদের এবং আহলে কিতাব অর্থাৎ হহুদী খৃষ্টানদের সিয়ামের মধ্যে পার্থাক্য হলো সাহারী খাওয়া। (সহীহ মুসলিম ৪র্থ খন্ড- ২৪১৬)

তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই সিয়াম বা রোজা

তাকওয়া কি?

হযরত উমর (রা.) তাকওয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেন, আপনি কি কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন? হযরত উমর (রা.) বলেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনে কাব পুনরায় প্রশ্ন করেন, তখন আপনি কি করেছেন? জবাবে উমর (রা.) বলেন, আমি সাবধানতা অবলম্বন করে দ্রুত গতিতে ঐ পথ অতিক্রম করলাম। উবাই ইবনে কাব বলেন, এটাই তাকওয়া। আর যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তাকে বলা হয় মুত্তাকি।

ইসলামী নৈতিকতায় তৃতীয় স্বর হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়া বলতে সাধারণত আল্লাহভীতি বুঝায়। অথচ তাকওয়া অর্থ কেবল ভয়ভীতি বুঝায় না। ভয়-ভীতির আরবি প্রতিশব্দ 'খাওফুন' ও 'খাশিয়াতুন'। প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া আরবি শব্দ 'ওয়াকিইয়া' ও 'ইয়াকেয়ী' থেকে এর অর্থ বাঁচা, আত্মরক্ষা করা বা নিস্কৃতি ইত্যাদি হয়ে থাকে।

অর্থাৎ আল্লাহর ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাবতীয় অপরাধ অন্যায় ও অপছন্দনীয় চিন্তা, কথা ও কাজ থেকে আত্মরক্ষার মনোভাবকে তাকওয়া বলা হয়।

তাকওয়ার ক্ষেত্র বা পরিধি

তাকওয়ার ক্ষেত্র সীমাহীন বিস্তৃতি। আল্লাহ ঈমানদারদের আহ্বান করে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত এবং আত্মসমর্পনকারী হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করিও না।" আলে ইমরান : ১০২

মানব জাতির স্বভাব নগদে বিশ্বাস। দুনিয়ার হায়াত গড়ে প্রায় ৬০-৭০ বছর। শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার সাথে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তার মেধা, যোগ্যতা ও শ্রম পুরোপুরি বিনিয়োগ করে। কিন্তু পরকালের সীমাহীন জীবনের জন্য তার সময় ও শ্রম কতটুকু ব্যয় হয়? আল্লাহ কি মানুষের মনের গোপন অবস্থা জানেন না? সব খবর রাখেন না? যাবতীয় কার্যকলাপ দেখেন না? আল-কুরআন এসব প্রশ্নের সুন্দরতম উত্তর দিয়েছে।

১। আল্লাহ আমাদের সব কাজের খবর রাখেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

www.pathagar.com

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির দেখা উচিত আগামীকালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ খবর রাখেন, তোমরা যা কর। সূরা হাশর: ১৮

২। আল্লাহ আমাদের মনের গোপন খবরও রাখেন

وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মনের সব বিষয় সম্পর্কে খবর রাখেন। সূরা মায়েদা: ৭

৩। আল্লাহ আমাদের সব বিষয়েই জানেন

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থ্যাৎ আল্লাহকে ভয় কর, এবং জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়েই জানেন। সূরা বাকারা: ২৩১

৪। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ দেখেন

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর মনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ দেখেন।

তাকওয়ার প্রতিদান

প্রত্যেক মানুষ তার জীবনে প্রত্যাশা করে স্বাচ্ছন্দ, পর্যাপ্ত রিজিক, কাজকর্মে সহজসাধ্যতা, ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় নিরাপত্তা এবং পরকালের সফলতা। আর মানুষের এসব চাওয়াপাওয়া পুরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

১। রিযিক দানের প্রতিশ্রুতি

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য চলার পথ করে দেন এবং রিজিকের ব্যবস্থা এমনভাবে করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। সূরা তালাক: ৩

২। কাজকর্ম সহজ করা হয়

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। সূরা তালাক: ৪

৩। গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়ার ওয়াদা

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত অসীম।" সূরা আনফাল: ২৯

www.pathagar.com

৪। আসমান ও জমিনের নেয়ামত উন্মুক্ত করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমি তাদের প্রতি আসমান ও জমিনের নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। সূরা আরাফ: ৯৬

৫। ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার অঙ্গীকার

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তাদের কোন ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আলে ইমরান: ১২০

৬। সুসংবাদ প্রদান

وَقَدِّمُواْ لأَنفُسكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمنينَ

অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ তোমাদেরকে অবশ্যই তার সাক্ষাতে মিলিত হতে হবে আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও। সূরা বাকারা: ২২৩

মাহে রমজানে আল কুরআন শ্রেষ্ঠ উপহার

সময় ও কালের বিবেচনায় সব দিন-ক্ষণ সমান। কিন্তু গুরুত্ব ও বিশেষত্ব বিবেচনায় কোন কোন দিনক্ষণ স্মরণীয় ও বর্ণাঢ্য হয়ে থাকে। যেমন ভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, কুরআন দিবস ও শহীদ দিবস ইত্যাদি। কোন বিশেষ সময়ে এ দিবসগুলোর কর্মকাণ্ড দেশ-জাতির হৃদয়ে গভীরভাবে স্থান করে নিয়েছে। ফলে বছর ঘুরে দিবসগুলো নতুন করে আনন্দ-বেদনা কর্মপ্রেরণা ও সাহস যোগায়। ধনী-গরিব, বড়-ছোট, অট্টালিকা-বস্তি ও শহর-গ্রাম সকলের মাঝে নতুন করে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও অণুপ্রেরণা নিয়ে আসে মাহে রমজান। প্রকৃতপক্ষে এ রমজানের মর্যাদা বা শক্তির উৎস কি? সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

অর্থাৎ- "রমজান মাস। এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্য পথ নির্দেশিকা। সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।" এ আয়াতে ৩টি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

১। আল-কুরআন নাজিল হয়েছে- রমজান মাসে।

২। মানবজাতির পথ নির্দেশিকা হচ্ছে- আল-কুরআন।

৩। সুস্পষ্ট পথ নির্দেশিকা ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী।

আসমানী কিতাবসমূহ কখন নাজিল হয়েছে

বর্ণিত হয়েছে যে,

ক) ইব্রাহীম (আ.) এর ওপর সহীফাসমূহ নাজিল হয়েছে- রমজানের প্রথম রাতে।

খ) হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত নাজিল হয়েছে- ৬ রমজান।

www.pathagar.com

গ) হযরত দাউদ (আ.)- এর উপর যবুর নাজিল হয়েছে- ১২ রমজান।

ঘ) হযরত ঈসা (আ.)- এর উপর ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে- ১৩ রমজান।

ঙ) আল-কুরআন রাসূলুল্লাহ (স.)- এর উপর প্রথম নাজিল হয়- ২৭ রমজান। উল্লেখ্য যে, সেদিন থেকে পরিপূর্ণ কুরআন নাজিল হতে সময় লাগে দীর্ঘ ২৩ বছর।

কিভাবে কুরআন মানবজাতির 'পথ নির্দেশিকা'

যুগে যুগে মানুষ পথ চলার জন্য বিভিন্ন দর্শন ও মতবাদ আবিস্কার করে। মানবজাতিকে পথ দেখানোর জন্য দার্শনিক সক্রেটিস, এরিস্টটল ও প্লে-টো আদর্শ রাজা ও দার্শনিক রাজার জয়গান গেয়েছেন। দার্শনিক রাজার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাদের কাল্পনিক রাজার সাক্ষাৎ তারা পাননি।

এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দার্শনিক মানবজাতিকে পথ দেখানোর জন্য বিভিন্ন মতবাদ আবিস্কার করেন। সতেরো শতকের দিকে ইতালিবাসীকে পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে দার্শনিক মুসোলিন খণ্ড-বিখণ্ড ইতালিবাসিকে জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করেন যা কেবল জাতিপূঁজার সঙ্কীর্ণ মতবাদে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদের মূল বক্তব্যই হচ্ছে- জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু এতে জাতি পরিচালনার কোনো দিকনির্দেশনার অস্বিত্ব নেই। যদি জাতীয়তাবাদকে প্রশ্ন করা হয়- কিভাবে আমি আমার জীবন পরিচালনা করব? প্রতিবেশীর সাথে কি ব্যবহার করব? কিংবা কিভাবে পারস্পরিক লেনদেন করব? এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর জাতীয়তাবাদের কাছে নেই।

আবার উনিশ শতকে অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান তুলে কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডরিক এঙ্গেল (১৮২০-১৮৯৫) সমাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন করেন। এ মতবাদের মূল কথা হচ্ছে মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তি। কিন্তু মানুষ কেবল অর্থনৈতিক জীব নয়। এ মতবাদও মানবজাতিকে তার জীবন পরিচালনার কোন দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি। যদি জানতে চাওয়া হয়, কিভাবে আমি আমার জীবন পরিচালনা করব? পিতামাতার সাথে কি রকম আচরণ করব? কিভাবে আমাকে পথ চলতে হবে? ইত্যাদি প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না সমাজতন্ত্র।

অতিসম্প্রতি বিশ্বব্যাপী শ্লোগান উঠেছে গণতন্ত্রই মানুষের মুক্তির পথ। কিন্তু গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটি নির্বাচন পদ্ধতি বৈ কিছু নয়। এতেও মানবজাতির জন্য কোন দিকনির্দেশনা নেই। আমি কি খাব? কিভাবে খাব? কিভাবে অর্থনৈতিক লেনদেন করব? কিভাবে সামাজিক কাজকর্ম করব? যদি গণতন্ত্রকে এ জাতীয় প্রশ্ন করা হয় তাহলে এর উত্তর নীরবতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অপরদিকে ইসলামের মূল গাইডবুক 'আল-কুরআন'কে যদি জীবন পরিচালনা সংক্রান্ত্র অথবা জীবনের যেকোন দিক ও বিভাগের সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত্র কোন প্রশ্ন করা হয় তাহলে তার সুন্দরতম উত্তর পাওয়া যায়। কুরআন মনের প্রশ্নের উত্তর দেয়।

মানুষ প্রথমত তার মনের ভাব প্রকাশ করে কথার মাধ্যমে। যদি আল-কুরআনকে প্রশ্ন করা হয়, আমি কিভাবে কথা বলব? তাহলে আল-কুরআন উত্তর দেয়-

www.pathagar.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . الاحزاب : ٧٠

"অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, তাকওয়া অবলম্বন কর এবং কথা বল সহজ-সরল ভাবে" (অর্থাৎ কোমলভাবে)।

যদি প্রশ্ন করা হয় আমি কিভাবে পথ চলব? কুরআন উত্তর দেয়-

الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا "জমিনের উপর বিনম্রভাবে পথ চলে।" সূরা ফোরকান: ৬৩

পথ চলতে গিয়ে কেউ যদি গতিরোধ করে অথবা দুর্ব্যবহার করে তখন আমি কি করব? কুরআন উত্তর দিচ্ছে-

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

"যখন কোন অজ্ঞ (মুর্খ) ব্যক্তি তোমার সাথে বিতর্ক করে তখন তোমরা বল শান্তি (তোমরা তার সাথে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করবে।)" সূরা ফোরকান: ৬৩

কেউ আমার সাথে এমন আচরণ করেছে যে কারণে আমার ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছে, এখন আমার করণীয় কি? কুরআন বলছে, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ "তুমি তোমার রাগকে সংযত কর।"

দুর্ব্যবহারের মাত্রা এমন, যাতে আমার প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার রয়েছে, এমতাবস্থায় আমি কি করব? কুরআন বলছে,

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"অর্থাৎ তুমি মানুষকে মাফ করে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীকে (মুহসীন) ভালবাসেন।"

আমি যদি কুরআনকে প্রশ্ন করি, আমি কি খাব, কিভাবে খাব? কুরআন সাথে সাথে উত্তর দিচ্ছে,

وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ

"অর্থাৎ তুমি খাও এবং পান কর, কিন্তু অপচয় করো না।"

আমি যদি প্রশ্ন করি, পিতামাতার সাথে কি রকম ব্যবহার করব? কুরআন বলে দেয়- وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا "পিতামাতার সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার কর।"

আল-কুরআন পাওয়ার হাউজ

এভাবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই কেবল মানবজাতির জন্য হুদাল্লি-ন্নাস অর্থাৎ পথনির্দেশিকা, যাতে রয়েছে মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান এবং উত্তম জীবনব্যবস্থা। হযরত মুহাম্মদ (স.) জীবনের শেষপ্রান্তে ঐতিহাসিক আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজ্বের ভাষণে বর্তমান ও আগামীর উদ্দেশ্যে তার ভাষণে বলেন,

"আমি তোমাদের জন্য এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা অনুসরণ কর (আঁকড়ে ধর) তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এর একটি হচ্ছে আল-কুরআন আর অপরটি হচ্ছে আমার সুন্নাহ।"

www.pathagar.com

মুসলমানদের পাওয়ার হাউস অর্থাৎ শক্তির উৎসই হচ্ছে আল-কুরআন। এ শক্তির কারণে মুসলমান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সামনে মাথা নত করেনা। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নির্দেশ পালন করে না। জীবন বিলিয়ে দিতে পারে তবু আপোষ করে না।

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম হয়েছিল তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, টিপু সুলতান ও খান জাহান আলী প্রমুখ সাহসী আল্লাহর সৈনিক। ইংরেজ শাসকেরা এদের অনেককে অন্যায়ভাবে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে, দীপান্বরিত করেছে। শত অন্যায় ও নির্যাতনের মুখেও মুসলমানদেরকে ভড়কে দেয়া যায়নি। বরং শতগুণ ইসলামী চেতনা নিয়ে ফাঁসির কাষ্ঠে হাসিমুখে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তাদের এ শক্তির উৎসই হচ্ছে আল-কুরআন।

প্রসঙ্গত ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদেরকে কঠিনভাবে দমন নির্যাতন করার পরও কেন বার বার তারা আবার জেগে ওঠে, কোথায় এ শক্তির উৎস এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্রিটিশ কলোনিয়াল সেক্রেটারি গোল্ডস্টোনকে দায়িত্ব দিয়ে উপমহাদেশে পাঠিয়েছিল ইংরেজ সরকার। দীর্ঘ জরিপ ও গবেষণা শেষে গোল্ডস্টোন পার্লামেন্ট যে রিপোর্ট জমা দেন, তার সারাংশে একটি মন্তব্য জুড়ে দেয়। তার ভাষায়- "So long as the Muslim have the Quran we shall be unable to dominant them. We must either take it from them or make them losc their love of it."

অর্থাৎ- "আমরা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হতে পারব না যতদিন তাদের কাছে কুরআন থাকবে। আমাদেরকে হয় তাদের কাছ থেকে এটিকে কেড়ে নিতে হবে অথবা তাদের মন থেকে এর প্রতি ভালবাসা মুছে দিতে হবে।" আজ একথা বলা যায় যে, তারা আমাদের হাত থেকে কুরআন কেড়ে নিতে পারেনি, তবে আমাদের হৃদয় থেকে কুরআনের ভালোবাসা মুছে দিতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়।

কুরআন আমাদেরকে দুর্বল কিংবা হতভাগ্য করার জন্য প্রেরিত হয়নি। কুরআন এসেছে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করার জন্য। আজ সে কুরআনের অনুসরণ হয় না বিধায় আমরা নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত। আল্লাহ বলেন, مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى "তোমার প্রতি কুরআন এজন্য নাজিল করা হয়নি যে, এটা পাওয়া সত্ত্বেও তুমি হতভাগ্য হয়ে থাকবে।" সূরা ত্বহা: ২

আল্লাহর দেয়া কিতাব অর্থাৎ পথনির্দেশিকাকে অনুসরণ করা হলে আল্লাহ আকাশ থেকে রিযিক বর্ষণের এবং জমিন থেকে খাদ্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم

"তাওরাত, ইঞ্জিল এবং অন্যান্য যেসব কিতাব তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল তারা যদি তা অনুসরণ করে চলত তবে তাদের প্রতি আকাশ হতে রিযিক বর্ষণ করা হতো এবং জমিন হতে খাদ্যদ্রব্য ফুটে বের হতো।" সূরা মায়েদাহ: ৬৬

www.pathagar.com

কিন্তু আল্লাহর নির্দেশিকা অমান্য করার কারণে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর দুঃখ, কষ্ট, দরিদ্রতা ও লাঞ্ছনা ইত্যাদি চাপিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

"লাঞ্ছনা এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর গজবে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল, এর কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহর বাণীকে অমান্য করেছিল, অকারণে নবীদেরকে হত্যা করেছিল এবং আল্লাহর দেয়া নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল।" সূরা বাকারা: ৬১

১। আল কুরআন রহমত, প্রভাববিস্মারকারী ও সতর্ককারী

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا

"আমরা কুরআনে এমন সব বিষয় অবতীর্ণ করেছি, যাতে মুমিনদের জন্য রয়েছে নিরাময় ও রহমত। আর এ কুরআন যালিমদের জন্য ধবংস ও ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।" সূরা বনি-ইসরাইল: ৮২

২। আল কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ

"যারা তাদের রবকে ভয় করে, এই কিতাব (পাঠ ও শ্রবণ করলে) লোম শিউরে উঠে। তারপর তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে নিবিষ্ট হয়। এটি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত, তিনি যাকে ইচ্ছা এ হেদায়েত দিয়ে থাকেন।" সূরা যুমার: ২৩

৩। আল কুরআন ঈমান বাড়িয়ে দেয়

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَّعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

যখন তাদেরকে সামনে আল্লাহর আয়াত (কুরআন) তিলাওয়াত করা হয়,তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা কেবলমাত্র তাদের প্রভুর ওপরই ভরসা করে। সূরা আনফাল: ২

৪। আল কুরআন বিনয়ী করে দেয়

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম তবে দেখতে পেতে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে নুয়ে পড়েছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আমরা মানুষের সামনে উপমা এজন্য পেশ করেছি যাতে করে তারা চিন্তাভাবনা করে দেখে। সূরা হাশর: ২১

www.pathagar.com

আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত তথ্য

- মোট সূরা ১১৪টি, মাক্কী সূরা ৮৯ ও মাদানী সূরা ২৫ টি।
- মোট রুকু ৫৪০টি।
- মোট আয়াত ৬০০০-৬৬৬৬টি পর্যন্ত বিভিন্ন মত রয়েছে। এটা গণনার ধরণের পার্থক্যের ফল।
- মোট শব্দ ৭৭২৭৭ বা ৭৭৯৩৪টি গণনার ধরনের কারণেই পার্থক্য হয়েছে।
- মোট অক্ষর ৩৩৮৬০৬টি।
- মোট পারা ৩০টি, ৮৬ হিজরীতে এভাবে পারা, ভাগ করা হয়।
- রাসূলের (স.) জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ পরিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর প্রথম সঙ্কলন আকারে হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতের সময়ে হযরত ওমর (রা.) এর পরামর্শক্রমে হযরত জায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর ব্যবস্থাপনায় বের করা হয়।

কুরআন তেলাওয়াত প্রসঙ্গ

১. কুরআন তেলাওয়াত করা সর্বোত্তম নফল ইবাদত।
২. কুরআন সহীহ করে তেলাওয়াত করা ওয়াজিব।
৩. নামাজের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করা ফরজ।
৪. অর্থ উপার্জন ও বাহবা অর্জনের উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করা হারাম।

৫. বরকতময় রাত : লাইলাতুল কদর

লাইলাতুল কদর-এর পরিচয়

লাইলাতুন শব্দটি আরবি। এর অর্থ হচ্ছে রাত। আর কদর শব্দটি ৩টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মহাসম্মান, নির্ধারিত ভাগ্য ও ভাগ্যোন্নয়ন। অর্থাৎ ইহা মহামান্বিত রাত। ভাগ্যোন্নয়নের রাত।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"আমি ইহা নাজিল করেছি এক সম্মানিত রাতে।" সূরা কদর: ১

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ

"নিশ্চয় আমি ইহা নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে।" সূরা দুখান: ৩

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

"কদরের রাতটি হাজার মাস থেকে উত্তম। এ রাতে ফেরেশতাগণ এবং জিবরাঈল তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হন। (সন্ধ্যা হতে) সুবহে সাদেক পর্যন্ত শান্তি বর্ষিত হতে থাকে।" সূরা কদর: ৩-৫

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রমজান মাস এলে রাসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করতেন, "তোমাদের নিকট রমজান মাস উপস্থিত হয়েছে এর মধ্যে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাস হতে উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রইল সে সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রইল। সে রাতের কল্যাণ থেকে ভাগ্যহীন লোকেরাই বঞ্চিত থাকে।" ইবনে মাজা

www.pathagar.com

লাইলাতুল কদর কখন?

২৭ রমজান লাইলাতুল কদর প্রসিদ্ধ হলেও রাসূল (স.) থেকে বিভিন্ন বর্ণনা মতে ২১ রমজান থেকে পরবর্তী প্রত্যেক বিজোড় রাতের মধ্যে যেকোন এক রাতে।

লাইলাতুল কদর-এ করণীয়

বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা (বুঝে পড়া)।

- নফল নামাজ অর্থাৎ লাইলাতুল কদরের নামাজ পড়া।
- রাত্রি জাগরণ করা অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া।
- আল্লাহর পথে ব্যয় করা।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে গরীব মিসকিনকে খাওয়ানো।
- লায়লাতুল কদরের বিশষে দোয়া বেশী বেশী পাঠ করা ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

"হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।"

মাহে রমজানের ইতিকাফ

ইতিকাফ-এর পরিচয়

আরবি ইতিকাফ শব্দের অর্থ অবস্থান করা, থেমে থাকা, আটকে থাকা, হাঁটু গেড়ে বসে থাকা ইত্যাদি। অর্থাৎ রমজানের শেষ দশ দিন অথবা অন্য কোন দিন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে বা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করাকে বলা হয় ইতিকাফ। উল্লেখ্য যে, নারী পুরুষ যে কেউ ইতিকাফ করতে পারেন। তবে নারীদের জন্য নিজ ঘরের নির্দিষ্ট অংশে অবস্থান করা অর্থাৎ ইতিকাফ করা উত্তম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

"যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফের অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে না।" সূরা বাকারাঃ ১৮৭

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই নবী করিম (স.) ইতেকাফ করেছেন প্রথম ১০ দিনে, অতঃপর মধ্যের ১০ দিনে এরপর তিনি বলেছেন, শবে কদরের অন্বেষণের জন্য প্রথম ১০ দিন ইতেকাফ করেছি, তারপর মধ্যে ১০ দিন করেছি, তারপর আমাকে তা দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই রাত হচ্ছে শেষের ১০ দিনের মধ্যে। তাই তোমাদের মধ্যে যে এটা পালন করতে চায় তার অবশ্যই তা করা উচিত। মুসলিম

ইতিকাফ-এর পালনীয় শর্তসমূহ

১। মসজিদ বা ঘরের নির্দিষ্ট অংশে অবস্থান করা।

২। জরুরি প্রয়োজন অর্থাৎ প্রস্রাব-পায়খানা ব্যতীত মসজিদের বাইরে অবস্থান না করা।

www.pathagar.com

৩। পার্থিব কাজকর্মে সম্পৃক্ত না হওয়া।
৪। স্ত্রীর সাথে মিলন বা অনুরূপ কার্যাদি থেকে বিরত থাকা।
৫। জ্ঞানার্জন, জ্ঞান চর্চা ও ইবাদতে সার্বক্ষণিক নিযুক্ত থাকা।

ইতিকাফ কত প্রকার: ৩ প্রকার

১. ওয়াজিব, ২. সুন্নাত, ৩. মুস্তাহাব

বিভিন্ন প্রকার ইতিকাফ

১। মানত করে যে ইতিকাফ করা হয় তা- ওয়াজিব।
২। রমজানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করা- সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (কেফায়া)
৩। এ দুই প্রকার ব্যতীত অন্য যে কোন রকম ইতিকাফ করা- মুস্তাহাব

ইতিকাফের সময়সীমা

ক) ইতিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমা ১ রাত বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।
খ) রমজানের শেষ ১০ দিন করা উত্তম। রাসূল (স.) রমজানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করতেন। জীবনের শেষ রমজান পর্যন্ত তিনি এ সময়কাল ইতিকাফ পালন করেছেন।

রোজার পূর্ণতা অর্জনে ফিতরাহ

ফিতরাহ্-এর পরিচয়

ধনীদের পাশাপাশি গরিবেরা যেন আনন্দ করতে পারে সে জন্য ইসলামী শরিয়ত ঈদুল ফিতরে ধনীদের ওপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছে। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) মুসলমানদের প্রত্যেক গোলাম, স্বাধীন ব্যক্তি, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবার ওপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব করে দিয়েছেন। রাসূল (স.) সাদকায়ে ফিতরের এ দান ঈদুল ফিতরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগেই বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন গরীব মিসকিনরা এ সাদকা দ্বারা ঈদবস্ত্র ও মিষ্টি খাদ্য ক্রয় করে ঈদের খুশিতে অংশীদার হতে পারে।"

সাদাকাহ অর্থ দান করা, প্রদান করা। আর ফিতর অর্থ ভঙ্গ করা। দীর্ঘ একমাস রোজাব্রত পালন করার পর ঈদের দিন সকালে খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ত্রিশ দিনের গড়ে উঠা ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসার জন্য যে প্রয়াস চালায় তাই ফিতর। আর এ রোজাব্রত পালন করতে যেয়ে ছোটখাট অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাওয়া একেবারেই স্বাভাবিক। এ ত্রুটি-বিচ্যুতিকে যেন রোযার শেষের প্রথমদিনেই ঝেড়ে মুছে ফেলা যায় তার জন্য যে দান নির্ধারণ করা হয়েছে তাই সাদাকাতুল ফিতর। এ দানের মাধ্যমে দীর্ঘ রোজাব্রত পালনে কোন ঘাটতি থাকলে তা আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দিবেন।

ফিতরাহ কাদের ওপর ওয়াজিব

সাদকায়ে ফিতর কার ওপর ওয়াজিব এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (রহ.) এর মতে, যে ব্যক্তি নিজ ও নিজ পরিবারের

www.pathagar.com

লোকদের জন্য একদিনের অন্ন-বস্ত্রের খরচাদি ছাড়াও সাদকায়ে ফিতর সমতুল্য সম্পদের মালিক, তার ওপর সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব। এ জন্য নেসাব থাকা শর্ত নয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে যে ব্যক্তি ঈদের দিন পারিবারিক খরচাদি ছাড়াও নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকে, তার ওপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, গোলাম ও শিশুদের ওপরও সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব। অথচ গোলাম কোন কিছুরই মালিক নয়। আর শিশু শরীয়ত পালনে আদিষ্ট নয়। সুতরাং তারা কিভাবে সাদাকায়ে ফিতর আদায় করবে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে- গোলামের সাদাকাতুল ফিতর মনিবের পক্ষ থেকে আর শিশুর সাদাকাতুল ফিতর অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আদায় করতে হয়। কারণ অভিভাবক কিংবা মালিক তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। যেমন দেখা যায়, তারা কোন অন্যায় বা কারো কোন কিছু নষ্ট করলে তাদের অভিভাবক ও মালিককে তার ক্ষতি পূরণ দিতে হয়। অনুরূপভাবে হাদীসে ক্রীতদাস ও শিশুর উল্লেখের দ্বারা তাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অভিভাবক ও মালিকগণ যদি তাদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় না করে তাহলে তারা গুনাহগার হবে। শিশু সন্তানের কোন গুনাহ হবে না। যে শিশু ঈদের দিনের সুবহে সাদিকের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে তার পক্ষ থেকে অভিভাবকের ওপর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

সাদকায়ে ফিতরের ক্ষেত্রে এক বছর নেসাব পরিমাণ মাল অব্যাহতভাবে থাকা শর্ত নয়। বরং যে পরিমাণ মালের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়, ঈদের দিন সকালে সে পরিমাণ মাল থাকলেই সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে।

সাদাকাতুল ফিতর-এর পরিমাণ

হাদীসে 'এক সা' বা 'অর্ধ সা' পরিমাণ খেজুর, আঙুর, যব, কিসমিস, গম ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। মূলত সে সময়ের প্রেক্ষাপটে রাসূল (স.) এটা বলেছিলেন। বর্তমানে প্রত্যেক দেশের আলেম-ওলামাগণ রমজানের মাঝামাঝিতেই জনপ্রতি সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ কত হবে তা বলে দেন। যেমন ২০০৩ সালে জনপ্রতি পঁচিশ টাকা এবং ২০০৪ সালে আমাদের দেশে জনপ্রতি ত্রিশ টাকা সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব বলে ওলামাগণ ফতোয়া দিয়েছিলেন।

সাদাকাতুল ফিতর কারা পাবেন

সাদাকাতুল ফিতরের মাল তাদেরকে দান করা উচিত যারা যাকাতের অর্থ পাবার হকদার। আল কুরআনে বলা হয়েছে-

১. ফকির- অর্থাৎ যার সামান্য সম্পদ আছে, কিন্তু এর মাধ্যমে সে তার সারা বছরের খাদ্যের সংকুলান দিতে পারে না, তাকে ফকির বলা হয়।

২. মিসকিন- অর্থাৎ যার কিছুই নেই, একেবারে নিঃস্ব তাকে মিসকিন বলা হয়।

৩. মুসাফির

৪. আদায়কারী কর্মচারী

৫. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি

www.pathagar.com

৬. ফিসাবিলিল্লাহ

৭. যেসব দাসদাসী মুক্তির ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ এবং

৮. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অমুসলিমকে।

তবে টাকার পরিমাণ যেহেতু অল্প তাই নিজ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যারা গরীব রয়েছে তাদের মধ্যে বণ্টন করাই বেশি কল্যাণের কাজ হবে। অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে ঈদের দিন সকালের মধ্যে ঈদের নামাজের পূর্বেই এ সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে দিতে।

যাকাত সম্পদের পবিত্রতা (তাকওয়া) অর্জনের হাতিয়ার

যাকাতের পরিচয়

যাকাত শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বর্ধিত হওয়া, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা। আর ব্যাপক অর্থে যাকাত বলতে বুঝায় শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নেসাব পরিমাণ সম্পত্তির স্বত্বাধিকরী কুরআনে বর্ণিত খাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ প্রদান করা।

১। যাকাত আদায় করা ফরজ

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

আর নামাজ কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাজে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। সূরা বাকারা: ৪৩

২। যাকাত সম্পদকে দ্বিগুণ করে

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

মানুষের ধনসম্পদে তোমাদের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। সূরা আররুম: ৩৯

৩। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ প্রবিত্র হয়

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। সূরা আততাওবা: ১০৩

যাকাত কারা পাবে বা খাতসমূহ

১. ফকির (দরিদ্র সাধারণ জনগণ)

২. মিসকিন (অভাবী মানুষ)

www.pathagar.com

৩. যাকাত আদায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি

৪. (অমুসলিমদের) মনজয় করার জন্য

৫. ক্রীতদাস বা গোলাম মুক্তি

৬. ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি

৭. আল্লাহর পথে ও

৮. মুসাফির। (সূরা আততাওবা: ৬০)

যাকাত উসুল করার খাত : ৬টি

১. নগদে হাতে বা ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ।

২. সোনা রূপা ও সোনা-রূপা দ্বারা তৈরি অলঙ্কার।

৩. ব্যবসায়ের পণ্যসামগ্রী।

৪. কৃষি উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী।

৫. খনিজ উৎপাদিত সম্পদ এবং

৬. সব ধরনের গবাদি পশু।

যাকাতের নিসাবের বিবরণ : ৫টি

১. সাড়ে সাত তোলা পরিমাণ সোনা (৮৫ গ্রাম) বা এর তৈরি অলঙ্কার অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৫৯৪) পরিমাণ রূপা বা তার তৈরি অলঙ্কার অথবা সোনা-রূপা উভয়ই থাকলে উভয়ের মোট মূল ৫২.৫ তোলা রূপার সমান হলে তার বাজার মূল্যের ওপর ১/৪০ অংশ বা ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

২. হাতে নগদ বা ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৭.৫ তোলা সোনার মূল্যের সমান হলে তার ওপর ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

৩. ব্যবসায়ের মজুদ পণ্যের মূল্য ৭.৫ তোলা সোনা মূল্যের বেশি হলে তার ওপর ২.৫% হারে যাকাত প্রদেয়।

৪. গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে প্রথম ৩০টির জন্য ১ বছর বয়সী ১টা বাছুর দিতে হবে। (এর উর্ধের হার ভিন্ন)

৫. ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে প্রথম ৪০টির জন্য ১টা এবং পরবর্তী ১২০ টির জন্য ২টা ছাগল/ভেড়া যাকাত দিতে হবে।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উট ও ঘোড়া পালন করলে তারও যাকাত আদায় করতে হবে।

যেসব সম্পদের যাকাত দিতে হবে না (১০টি)

১। নিসাব অপেক্ষা কম পরিমাণ অর্থ-সম্পদ

২। নিসাব বছরের মধ্যে অর্জিত ও ব্যয়িত সম্পদ

৩। ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা যা বসবাস, দোকান-পাট ও কলকারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে,

৪। ব্যবহার্য সামগ্রী (কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, গৃহস্থালির তৈজসপত্র, বই-পত্র,

www.pathagar.com

৫। যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম,

৬। শিক্ষার সমুদয় উপকরণ,

৭। ব্যবহার্য যানবাহন,

৮। পোষা পাখি হাঁস-মুরগি,

৯। ব্যবহারের পশু ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, উট এবং

১০। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি।

যাকাত হিসাব করার পদ্ধতি

নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলমানকে বছরান্তে যাকাত প্রদান করতে হবে। সম্পদের প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী যাকাতের হার ভিন্ন ভিন্ন হবে।

১। স্বর্ণ, রৌপ্য নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক মলামাল, আয়, লভ্যাংশ,কাজের মাধ্যমে উপার্জন, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির উপর যাকাত ২.৫০% হারে হিসাব করতে হবে।

২। ফল ও ফসল উৎপাদনে যান্ত্রিক সেচ সুবিধা গ্রহণ করলে ৫% হারে হিসাব করতে হবে।

৩। ফল ও ফসল উৎপাদনের জমি প্রাকৃতিকভাবে সিক্ত হলে ১০% হারে যাকাত হিসাব করতে হবে।

স্বর্ণ বা রুপার হিসাবের ভিত্তিতে প্রতি চন্দ্র বছরে (৩৫৪ দিন) নিজের পুর্ণ মালের যাকাত হিসাব করে প্রথমে সম্পদ থেকে যাকাতের অংশ (অর্থাৎ পূর্ণ মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই ভাগ অর্থৎ ২.৫%) পৃথক করে নিতে হতে। আর যদি হিসাবপত্র সৌর বছরের (৩৬৫দিন) ভিত্তিতে হয় তাহলে যাকাত ধার্য্য হবে ২.৫৭৭% হারে।

স্বর্ণের বাজার দর প্রতি গ্রাম ১৬০০ টাকা হলে ৮৫ গ্রামের মূল্য ১,৩৬,০০০ টাকা যার উপর যাকাত হবে ২৫% হারে = ৩৪০০ টাকা। আর রুপার বাজার দর প্রতি গ্রাম ৪৭ টাকা হলে ৫৯৫ গ্রামের মূল্য ২৭৯৬৫ টাকা যার উপর যাকাত হবে ২.৫% হারে = ৬৯৯.১৩ টাকা। যাকাত হিসাব করার সময় এসব স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিক্রয় মূল্যর (অর্থাৎ যাকাত হিসাব করার সময় বিক্রয় করতে চাইলে যে মূল্য পাওয়া যাবে) তার ভিত্তিতে যাকাত হিসাব করতে হবে।

যাকাতের অংশ পৃথক করার সময় বা প্রদান করার সময় অবশ্যই নিয়ত করতে হবে। নচেত যাকাত পরিশোধ হবে না।

যৌথ মালিকানার মালের যাকাত ব্যক্তিগত ভাবে নিজের অন্যান্য মালের সাথে দেয়া যায়। আবার সম্মিলিত ভাবেও শুধু যৌথ মালিকানার মাল থেকে যাকাত পরিশোধ করা যায়। যাকাত নগদ অর্থে প্রদান করা উচিত। গরীবের কাছে নগদ অর্থই অধিকতর কল্যাণকর। কারণ নগদ অর্থের দ্বারা যে কোন প্রয়োজন মিটানো যায়।

যাকাত কোন প্রকার দয়া বা অনুগ্রহ নয়। সর্ব প্রকার লৌকিকতা, যশ-খ্যাতি ও পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করতে হবে।

www.pathagar.com

যাকাত হিসাবের ফরম

নাম:	যাকাতের বছর:	হিজরী সাল:

ক) ব্যক্তিগত সম্পদ

ক্র.নং	সম্পদের বিবরণ	টাকা
০১	স্বর্ণ, রুপা, ও স্বর্ণ- রুপার অলংকারাদি	
০২	শেয়ারে বিনিয়োগ	
০৩	সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ: ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র ট্রেজারি বন্ড ইত্যাদি	
০৪	বীমা, ডিপিএস, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি	
০৫	স্থায়ী সম্পত্তির উপর নিট আয়। (গৃহ, দোকান, দালানকোঠা, জমি,যন্ত্রপাতি, গাড়ি, যানবাহন ইত্যাদি ভাড়া বাবদ নিট আয়)	
০৬	বৈদেশিক মুদ্রা ঃ নগদ ও ব্যাংকে জমা, বন্ড,টিসি ইত্যাদি (বিনিময় হারে = টাকা)	
০৭	ব্যাংক জমা ঃ ফিক্সড, সঞ্চয়ী, চলতি, বিশেষ জমা, পোষ্টাল সেভেংস ইত্যাদি	
০৮	ঋণপ্রদান	
০৯	হাতে নগদ	
১০	অন্যান্য	
	মোট	
বাদ:		
বাদযোগ্য ঋণ, বকেয়া কিস্তি, অন্যান্য বাদযোগ্য দেনা		
মোট যাকাতযোগ্য ব্যক্তিগত সম্পদ		

খ) ব্যবসায়িক সম্পদ

ক্র.নং	সম্পদের বিবরণ	টাকা
০১	বিক্রির জন্য দোকানে, গুদামে, ও বিক্রিয় প্রতিনিধির কাছে রাখা পণ্যদ্রব্য	
০২	পরিবহন ও ট্র্যানজিট পণ্য	
০৩	উৎপাদিত (তৈরী) পণ্য	
০৪	উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন বা অসম্পূর্ণ পণ্য	
০৫	মজুত কাচামাল ও প্যাকিং সামগ্রী	
০৬	বাকী বিক্রির পাওনা	
০৭	পাওনা আয়, বিল ও অন্যান্য পাওনা হিসাব	
০৮	ব্যাংকে জমা	
০৯	হাতে নগদ	
১০	অন্যান্য	

www.pathagar.com

মোট	
বাদ:	
বাদযোগ্য ঋণ, বকেয়া কিস্তি, প্রদেয় বিল ও অন্যান্য বাদযোগ্য দেনা	
মোট যাকাতযোগ্য ব্যবসায়িক সম্পদ	

ক্র.নং	সম্পদের বিবরণ	টাকা
০১	মোট যাকাতযোগ্য ব্যক্তিগত সম্পদ	
০২	মোট যাকাতযোগ্য ব্যবসায়িক সম্পদ	
	সর্বমোট যাকাতযোগ্য সম্পদ	
• সর্বমোট যাকাতের পরিমাণ (শতকরা আড়াই ভাগ অর্থৎ ২.৫%)		

উল্লেখ্য যে-

- হিসাবপত্র চন্দ্র বছরের (৩৫৪ দিন) ভিত্তিতে হলে যাকাত ধার্য্য হবে শতকরা আড়াই ভাগ অর্থাৎ ২.৫%
- হিসাবপত্র সৌর বছরের (৩৬৫দিন) ভিত্তিতে হলে যাকাত ধার্য্য হবে শতকরা ২.৫৭৭% হারে।

নামাজে পঠিত বিষয়সমূহ ও তার অনুবাদ

- إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

নিশ্চয় আমি আমার মুখমন্ডল সবকিছু থেকে ফিরিয়ে মনোনিবেশ করলাম মহান সত্তার দিকে যিনি আসমান ও জমিনের মালিক। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

- سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلآاِلٰهَ غَيْرُكَ

হে আল্লাহ ! আমি আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনার প্রশংসা সহকারে আপনার নামের বরকত অতুলনীয় ! আপনার সম্মান সবার উচ্চে। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

اَللّٰهُ اَكْبَرْ	আল্লাহ সবচেয়ে বড়।
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ	আমার মহান প্রতিপালক পবিত্র।
سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ	আল্লাহ শুনেন, যে তার প্রশংসা করে।
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ	হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা
سُبْحَانَ رَبِّيَ الاَعْلٰى	আমার মহান প্রতিপালক অতি পবিত্র।
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ	হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, রিযিক দাও এবং আমাকে হেদায়ত দান কর

www.pathagar.com

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١) الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ (٢) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٣) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٤) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٦) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

১। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য যিনি সারাজাহানের প্রতিপালক ২। যিনি দয়াময় মেহেরবান ৩। যিনি বিচার দিনের মালিক ৪। আমরা আপনারই ইবাদত করছি, আর আপনার কাছেই সাহায্য চাই ৫। আমাদেরকে সঠিক-সহজ পথ দেখান ৬। সেই পথ, যাদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন ৭। তাদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَٰهِ النَّاسِ (٣) مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤)الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

১। বলুন! আমি পানাহ চাই, মানুষের প্রতিপালকের কাছে ২। মানুষের মালিকের কাছে ৩। মানুষের ইলাহের কাছে ৪। কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তানের অনিষ্ট থেকে ৫। যে মানুষের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দিয়ে থাকে। ৬। জ্বীন এবং মানুষের মধ্য থেকে।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

১। বলুন! আমি পানাহ চাই, সকালবেলার প্রতিপালকের কাছে ২। সেই সব জিনিসের অনিষ্ট হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন ৩। আর রাতের অনিষ্ট হতে যখন অন্ধকার ছেয়ে যায় ৪। এবং গিটে ফুঁ-দানকারিণীর অনিষ্ট হতে ৫। হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ (٣) وَلَمْ يُولَدْ (٤) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٥)

১। বলুন! তিনিই আল্লাহ একক ২। আল্লাহ সব কিছু হতে মুখাপেক্ষিহীন ৩। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। ৪। এবং তিনিও কারো থেকে জন্ম নেননি। ৫। তার সমতুল্য কেউ নেই।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. (٥)

১। ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাতদ্বয় এবং সে নিজেও ২। তার ধন সম্পদ যা সে অর্জন করেছে তা তার কোন কাজেই আসবে না ৩। সে অবশ্যই লেলিহান শিখা যুক্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে ৪। আর তার সাথে তার স্ত্রীও, যে কুটনি বুড়ি ৫। তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ

www.pathagar.com

بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (٣)

১। যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে ২। আর আপনি দেখতে পাবেন যে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে ৩। তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবিহ করবেন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, নিঃসন্দেহে তিনি তওবা গ্রহণকারী।

قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ (١) لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّم (٤) وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

১। বলুন! হে কাফেররা ২। আমি ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর ৩। আর তোমরা তার ইবাদত কর না যার ইবাদত আমি করি ৪। আমি দের ইবাদত করতে প্রস্তুত নই যার ইবাদত তোমরা কর ৫। আর তোমরা তার ইবাদত করতে প্রস্তুত নও যার ইবাদত আমি করি ৬। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ (٣)

১। আমরা আপনাকে কাওসার দান করেছি ২। সুতরাং আপনি আপনার রবের জন্য নামাজ পড়ুন এবং কুরবানী করুন ৩। নিশ্চয় আপনার শত্রুরাই শিকড় কাটা নির্মূল।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ اليَتِيمَ (٢) وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ(٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ (٧)

১। আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেননি যে দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? ২। যে ইয়াতিমকে ধাক্কা দেয় ৩। এবং মিসকিনকে খাবার দানে উৎসাহিত করে না ৪। সেই সব নামাজীদের জন্য ধ্বংস ৫। যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে গাফেল ৬। যারা লোক দেখানো কাজ করে ৭। এবং তারা লোকদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ (١) إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا البَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ (٤)

১। যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে ২। অভ্যস্ত হয়েছে শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের বিদেশ যাত্রায় ৩। কাজেই তাদের উচিত এই ঘরের রবের ইবাদত করা ৪। যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দেন এবং ভয় থেকে নিরাপত্তা দেন।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفِيلِ(١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ(٢)

www.pathagar.com

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ(৩) تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ(৪) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ (৫)

১। আপনি কি দেখেননি আপনার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে বিরূপ আচরণ করেছেন? ২। তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেননি? ৩। তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন ৪। তারা তাদের উপর পাথর বর্ষণ করেছিল ৫। ফলে তারা ভক্ষিত ভূষিতে পরিণত হয়ে যায়।

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

আমাদের সব সালাম আমাদের নামায এবং সকল প্রকার পবিত্রতা এক মাত্র আল্লাহর জন্যে। হে নবী, আপনার প্রতি সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাহদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

হে আল্লাহ! রহমত দান করুন মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি এবং মুহাম্মদ (স.) এর বংশধরদের প্রতি, যেমন আপনি রহমত দান করে ছেন হযরত ইব্রাহীম (আ:) ও তার বংশধরের ওপর। নিশ্চয় আপনি সপ্রশংসিত্র এবং মহান।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍكَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

হে আল্লাহ! বরকত দান করুন মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি এবং মুহাম্মদ (স.) এর বংশধরদের প্রতি। যেমন আপনি বরকত দান করেছেন হযরত ইব্রাহীম (আ:) ও তার বংশধদের ওপর। নিশ্চয় আপনি সপ্রশংসিত এবং মহান।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً وَّارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

হে আল্লাহ ! আমি আমার উপর বড় জুলুম করেছি। এবং আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। অত এব আমার গুনাহ ক্ষমা করুন এবং আমাকে প্রতি রহম করুন। নিশ্বয়ই আপনি ক্ষমাশী দয়াবান।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ –

www.pathagar.com

وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ –

হে আল্লাহ ! আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাই। আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। আমরা কেবলমাত্র আপনার উপরেই ভরসা করি। সকল প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের সাথে আপনার প্রশংসা করি। আমরা আপনার শোকর আদায় করি। আপনাকে অস্বীকার করি না। আমরা আপনার কাছে ওয়াদা করছি যে, আপনার অবাধ্য লোকদের বর্জন করব। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই দাসত্ব স্বীকার করি। কেবল মাত্র আপনার জন্যই নামায পড়ি, কেবল আপনারই জন্য সিজদা করি এবং আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা- সাধনা কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যই। আমরা কেবল আপনারই রহমত লাভের আশা করি, আপনার আযাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই আপনার আযাবে কেবল কাফেরগণই নিক্ষিপ্ত হবে।

ওযু, তায়াম্মুম, গোসল ও নামাজের প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন সমূহ

ওযুর ফরযসমূহ

১। মুখমণ্ডল (কপালের চুল উঠার স্থান থেকে চিবুকের নীচ এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত) একবার ধৌত করা।

২। দু'হাত কনুই সহ একবার ধৌত করা।

৩। মাথার ৪ (চার) ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা।

৪। টাখনুসহ দু'পা একবার ধৌত করা।

(একবার ধৌত করা ফরজ আর তিন বার ধৌত করা সুন্নাত)

ওযুর সুন্নাতসমূহ

১. ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া; ২. মিসওয়াক করা; ৩. অঙ্গুলি খিলাল করা; ৪. দু'হাতের কব্জিসহ তিন বার ধৌত করা; ৫. তিন বার কুলি করা; ৬. তিন বার নাকে পানি দেয়া; ৭. অজুর সমস্ত অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া; ৮. কান মাসেহ করা; ৯. ডান দিক থেকে শুরু করা; ১০. হাত পায়ের আংগুলসমূহ মর্দন করা; ১১. দাড়ি খিলাল করা।

ওযুর ভঙ্গের কারণ

১। পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়া কোন কিছু বের হওয়া; ২। শরীরের কোন জায়গা হতে রক্ত, পুঁজ, ইত্যাদি বের হওয়া অথবা গড়িয়ে পড়া; ৩। পাগল বা মাতাল হওয়া; ৪। গভীর নিদ্রা যাওয়া; ৫। নামাযে উচ্চস্বরে হাসা; ৬। মুখ ভরে বমি করা।

তায়াম্মুমের ফরযসমূহ

১। নিয়ত করা; ২। (পাক মাটিতে হাত মারিয়া) সমস্ত মুখ একবার মাসেহ করা; ৩। (পাক মাটিতে হাত মারিয়া) দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসেহ করা।

www.pathagar.com

গোসল ফরযসমূহ

১. কুলি করা; ২. নাকে পানি দেওয়া; ৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা

সালাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

১. মুসলমান হওয়া; ২. হুশ জ্ঞান থাকা; ৩. ভাল-মন্দ বুঝার শক্তি থাকা; ৪। বালেগ হওয়া।

সালাতের পূর্ববর্তী ফরজ সমূহ

১. পবিত্রতা অর্জন করা; ২. শরীর পাক হওয়া; ৩. সতর ঢাকা; ৪. সময় হওয়া; ৫. স্থান পাক হওয়া; ৬. কিবলা মুখী হওয়া।

সালাতের (মাঝে) ফরযসমূহ

১. দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তির দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা; ২. তাকবীরে তাহরীমা বলা; ৩. ক্বেরাত পড়া; ৪. রুকূ' করা; ৫. সাজদাহ করা; ৬. শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পরিমাণ বসা।

সালাতের সুন্নাতসমূহ

১। দুই হাত উঠানো (কানের লতি বা কাঁধ বরাবর)
২। ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর অথবা নাভির নীচে রাখা।
৩। সালাত শুরুর দু'আ পড়া।
৪। শেষ বৈঠকে দরূদের পর দু'আ পড়া।
৫। সূরা ফাতিহার সাথে অন্য যে কোন আয়াত বা তিন আয়াত পরিমাণ সূরা মিলিয়ে পড়া।
৬। রুকু ও সাজদায় একবারের বেশি তাসবীহ পড়া।
৭। প্রথম তাশাহুদে এবং দুই সাজদাহর মাঝে ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।

সালাত ভঙ্গের কারণসমূহ

১. সালাতে কথা বলা; ২. অট্টহাসি দেয়া; ৩. খাওয়া ও পান করা; ৪. সতর খুলে যাওয়া; ৫. সালাতে অনর্থক নড়াচড়া করা; ৬. ওযু ভঙ্গ হওয়া।

সালাতের মাকরূহসমূহ

১. নামাযের অবস্থায় কাপড় সামলানো; ২. কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা; ৩. নামাযে আংগুল ফুটানো; ৪. ঘাড় ফিরিয়ে কোন দিকে তাকানো; ৫. নামাযে মোড়ামুড়ি বা হেলাদোলা করা; ৬. প্রকাশ্যে আংগুল দিয়ে তাসবীহ বা আয়াত গণনা করা; ৭. নাক ঝাড়া; ৮. সেজদার জায়গার কংকরাদি বার বার সরাবার চেষ্টা করা; ৯. কোমরে হাত রাখা; ১০. মাথা বা কাঁধের উপর কাপড় রেখে তার দুই প্রান্ত নীচের দিকে ঝুলানো; ১১. বিনা কারণে হাটু খাড়া করে কুকুরের মত বসা; ১২. পুরুষের দুই হাত জমিনে বিছিয়ে সেজদা করা; ১৩. বিনা কারণে জানু পেতে বসা; ১৪. হাই উঠলে মুখ বন্ধ না করা (চেষ্টা করে বন্ধ করতে না পারলে মুখের উপর ডাম হাত রাখতে হবে); ১৫. ইচ্ছা করে চোখ বন্ধ করা; ১৬. মুসল্লীর সংখ্যা বেশী না হলেও ইমাম মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো; ১৭. একহাত পরিমাণ উঁচু বা নীচু স্থানে ইমাম দাঁড়ানো; ১৮. কপালের ধুলাবালি বা ঘাম মোছা; ১৯. আকাশের দিকে তাকানো; ২০. দাড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের উপরে সমান ভর না করা; ২১. প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পড়া; ২২. পেশাব পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়া।

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় দু'আ সমূহ

- **ঘুমানোর দু'আ**

اَللّٰهُمَّ باسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيٰى

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আপনার নামে মৃত্যু বরণ করি এবং আপনার নামে জীবিত হই।

- **ঘুম থেকে জেগে উঠার পর দু'আ**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমার (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাকে জীবিত করলেন, আর তারই নিকট সকলের পুণরুত্থান হবে।

- **পায়খানায় প্রবেশ কালে দু'আ**

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْ ذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে অপবিত্র জ্বিন নর-নারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই।

- **পায়খানা হতে বের হওয়া কালে দু'আ**

غفرانك হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই।

- **মসজিদে প্রবেশের দু'আ :** اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

- **মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ**

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

- **খাবার শুরু করার দু'আ :** بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহর নামে আল্লাহর বরকতের আশায় শুরু করছি

- **খাবারের শুরুতে বিসমিলাহ বলতে ভুলে গেলে যে দু'আ**

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَ اٰخِرَهُ

অর্থাৎ প্রথমে এবং শেষে আল্লাহর নামে শুরু করছি।

- **খাবার শেষ করে দু'আ :** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

সব প্রশংসা সেই আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে খেতে দিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।

- **কাপড় পরিধানের দু'আ**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَاقُوَّةَ

www.pathagar.com

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে ইহা পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ ছাড়াই তিনি আমাকে ইহা দান করেছেন।

- **বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ**

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

আল্লার নামে তারই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লার অনুগ্রহ ব্যতীত কোন শক্তি ও সামর্থ নেই।

- **ঘরে প্রবেশকালে দু'আ**

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا ، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহর নামেই আমরা বের হই এবং আমাদের রব আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করি।

- **যানবাহনে উঠার দু'আ**

اَلْحَمْدُ لله ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

সব প্রশংসা আল্লাহর, পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা এর উপর ক্ষমতাবান ছিলাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রব এর নিকট ফিরে যাব।

- **যে কোন বিপদ ও মুসীবতের জন্য দু'আ**

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আপনি পবিত্র। নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম।

- **কবর যিয়ারতের দু'আ**

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالاَثَرِ

"হে কবরবাসী! আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ আপনাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনারা আমাদের অগ্রগামী এবং আমরা আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী।"

- **পরিবার-পরিজনের জন্য দু'আ**

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দান করুন চক্ষুশীতলকারী স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।"

- **পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দু'আ**

رَبِّ ارْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَنِيْ صَغِيْرًا

"হে আমার রব! আপনি তাদের ওপর করুন করুন যেমন তারা ছোটবেলায় আমার প্রতিপালন করেছিল।"

www.pathagar.com

www.pathagar.com

WAMY Book Series : 10

World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Sector -7, Road -5, House -17, Uttara, Dhaka. Phone : 8919123